# ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণাপত্র

## HISTORY HONS-CC-10 SEM-IV UNIT-III

**Nilendu Biswas**
Assistant Professor & Head
Dept. of History
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

# ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণাপত্র

সংবিধান সভার অন্যতম কীর্তি ছিল 'ব্যক্তি নাগরিকের অধিকার ঘোষণা'। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ঠ সংবিধান সভা 'Declaration of Rights of Men and Citizen` নামক এক দলিল পেশ করে যা ইতিহাসে 'ব্যক্তি নাগরিকের অধিকার ঘোষণা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে । ফ্রান্সের ইতিহাসে এই ঘোষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা 'আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষনণপত্র' এবং ইংল্যান্ডের 'ম্যাগনা কার্টা'র প্রভাব এই ঘোষণায় অনুসরণ করা হয়েছে । প্রভাব পড়েছে সমকালীন সর্বাধিক প্রচারিত লক, মন্তেস্কু ও রুশোর দর্শনচিন্তা ।

এই 'ব্যক্তি নাগরিকের অধিকার ঘোষণা'-য় বলা হয়েছিল, 'মানুষ জন্মগত ভাবে মুক্ত ও স্বাধীন । সকলে সমান অধিকার ভোগের যোগ্য । আইনের চোখে সবাই সমান । বংশ মর্যাদা নয়, যোগ্যতাই হবে রাজপদে নিয়োগের মাপকাঠী ।' এই ঘোষণাপত্রে একই সঙ্গে এটাও বলা হয় যে জনগণের বিবেকের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচারণের স্বাধীনতা আছে । শুধু তাইনয়, ব্যক্তি অধিকার রক্ষায় নাগরিকেরা এমনকি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘোষণা করতে পারবে । মানুষের জন্মগত অধিকার গুলিকে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হয় । এই ব্যক্তি নাগরিকের অধিকার ঘোষণার মূল বিষয় গুলি ছিল--

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ক) জন্মের সময় এবং সারাজীবন ব্যাপী মানুষ স্বাধীন এবং তাঁর অধিকার সকলের সমান । সামাজিক সমস্ত বিভেদের উপর সর্বজনীন উপযোগিতা হতে পারে ।

খ) সব ধরণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল মানুষের স্বাভাবিক ও অচ্যুত অধিকারের সংরক্ষণ । এর মধ্যে পড়বে স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার ।

গ) সার্বভৌম ক্ষমতার মুল উৎস হল জনগণ, তাই জনগণের আনুগত্য ছাড়া কেউ প্রভূত্ব স্থাপন করতে পারে না ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ঘ) স্বাধীনতা বলতে অন্যের ক্ষতিসাধন না করে কার্য সম্পাদন করা । প্রত্যেক ব্যক্তির ভোগের অধিকার সেই পর্যন্ত নির্দিষ্ট যে পর্যন্ত সমাজের সকলের ভোগের সীমা রয়েছে । আইনের মাধ্যমে এই ভোগের সীমানা নির্ধারিত হবে ।

ঙ) সর্বজনীন ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হল আইন । তাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বা কোন প্রতিনিধি মারফত আইন প্রণয়নে সহায়তা করতে পারে । ধনী-নির্ধন সকলের ক্ষেত্রেই আইন সমভাবে প্রযুক্ত হবে । নিজের যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেকের দোষ গুণ ও কৃতিত্ব ব্যাতীত সবার সমান অধিকার আছে যে কোন চাকরীতে যোগদানের ।

চ) আইনগত কারণ ছাড়া কাউকেই গ্রেপ্তার বা বন্দি করা যাবে না । কেবল আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়াতেই যারা স্বেচ্ছাচারী কর্মে নিযুক্ত থাকে

তাকেই দন্ড বা শাস্তিদান করা যাবে । আইনের নামে কেউ শমন পেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং কেউ তাতে বাধা দান করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ছ) কোন অপরাধের দন্ড কেবল আইন দ্বারাই সিদ্ধ হবে । আইনের বিধিবদ্ধ ও বিধিসঙ্গত পদ্ধতি ছাড়া কাউকে শাস্তিদান বা দন্ড প্রদান করা যাবে না ।

জ) দোষী সাবস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যাবে না । এক্ষেত্রে কেউ গ্রেপ্তার হলে তাকে বন্দি করাকালীন সর্বপ্রকার কঠোরতার আতিষয্যকে আইন নির্মম ভাবে সাজা দেবে ।

ঞ) কোন মতামত বা ধর্মের জন্য যতক্ষণ না সমষ্টিগত ভাবে শৃঙ্খলা বজায় থাকে ততক্ষণ কাউকে ভীতিপ্রদর্শন করা যাবে না ।

ট) মানুষের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অধিকারের অঙ্গ হিসাবে চিন্তা মতের অবাধ বিনিময়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে । তাই যে কোন নাগরিক স্বাধীন ভাবে লিখতে, বলতে, ছাপতে পারবে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ঠ) নাগরিক অধিকার অক্ষুন্ন রাখার জন্য একটি শান্তিরক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন । প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করবে না।

দ) শান্তিরক্ষক প্রতিষ্ঠানের ভ্যয়ভার ও ভড়ন পোষণের জন্য জনসাধারণের স্বেচ্ছা প্রদত্ত কর প্রদান অবশ্য কর্তব্য । গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে সবাই সমান ভাবে এই কর প্রদান করবে ।

ধ) করের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা, স্বাধীন ভাবে তা অনুমোদন করা এবং করের সদ্ব্যহার, করে পরিমাণ, সীমা ও আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে বা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে করা যেতে পারে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ন) যে কোন সরকারী দপ্তরের কাছে আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়ার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে ।

প) যে সমাজে নিয়ম কানুনের ব্যবস্থায় নিরাপত্তা নেই, বিভিন্ন শাসন বিভাগের নেই স্বাতন্ত্র্য, তার সংবিধান মুল্যহীন।

ফ) সম্পত্তির অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না । একমাত্র আইনের প্রয়োজনে বা গণস্বার্থে তা দাবী করা হলে রাষ্ট্র তা বাজেয়াপ্ত করতে বা বন্টন করতে পারবে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.